Jagannath Univesity Journal of Social Sciences. Vol. 8 & 9, No. 1 & 2, 2018, 125-142

বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর রূপান্তর ও বর্তমান নেতৃত্বের আর্থ-সামাজিক উপাদান বিশ্লেষণ: একটি গ্রাম সমীক্ষা

তারিক হোসেন খান

সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

Abstract: *This article examines the characteristics of current rural leaders in Bangladesh. It also examines how the changing local power structure influences leadership in rural areas. With field data, collected from a typical village in Bangladesh named Hajipur, the article shows that the majority of the leaders are now young and half of the leaders are businessmen while only 13.35 leaders are involved in agriculture. Although 70% of the leaders maintain strong communication with the national political leaders, they have no significant clan (gosthi) or family status. In the past, rural leadership was determined by the ancestry, land-ownership and patron-client relationship. While the previous leaders were landlords, loan provider (e.g., Mahajan), clerics, anti-poor, less educated and members of influential families, the leaders in recent times are educated, development oriented, businessman, member of political party and NGOs and affiliated with the local administration and development programs. The study found that due to 'vote politics' national politics in particular Member of Parliament (MP) plays a crucial role in the election of Union Parishad (UP), the lowest tire of local governance; the relationship with the MP makes local leaders very influential in the local power structure that enables them to control the distributive resources which in return enhance their power in local politics. It revealed that socio-economic development, electoral politics, expansion of the market economy and NGOs and affiliation with political party have radically changed the power structure and the pattern of leadership in rural areas; now rural leadership is not land or family oriented as it was in the past. However, the rural leadership is immensely accused with corruption, crime and violence.*

Keywords : Rural leadership, Power-structure, Patron-client, Landlord, Political influence

ভূমিকা

অভ্যন্তরীণ বিকাশের নিয়ম এবং বহি:স্থ উপাদানের প্রভাবে অর্থনীতি, রাজনীতি, জাতীয় রাষ্ট্রের সীমানা, আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক, ক্ষমতা কাঠামো সবকিছুই পরিবর্তিত হচ্ছে। সমাজবিজ্ঞানী হার্বার্ট স্পেনসার পরিবর্তনের এই প্রেক্ষাপটে জীবদেহের মত সমাজেরও জৈবিক, অজৈবিক, অতিজৈবিক বিবর্তনের কথা বলেছিলেন (Nadel, 1977: 2)। [১] সভ্যতার প্রতিটি স্তরেই পরিবর্তনের এই সূত্রসমূহ কাজ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বৈশ্বিক, জাতীয় ও স্থানিক ক্ষমতা-কাঠামোতে পরিবর্তনের গতি দ্রুততর হয়েছে। ঔপনিবেশিক শক্তির বিলুপ্তি, ১৯৪৭ সালে রক্তাক্ত দেশভাগ, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ, মহান ভাষা-আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, সত্তরের জাতীয় নির্বাচনকে ঘিরে বিপ্লবী রাজনীতির বিকাশ এবং রক্তাক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ বাংলাদেশের সমাজ ও রাজনীতিকে ব্যাপক

১. হার্বার্ট স্পেন্সার জীব বিজ্ঞানী ডারউনের বিবর্তনবাদ অনুসরণ করে সামাজিক বিবর্তনের (Social Darwinism) কথা বলেছেন। এ বিষয়ে দেখুন, Nadel (1977).

ভাবে প্রভাবিত করে, যা হতে গ্রাম বাংলার রাজনীতিও বিচ্ছিন্ন ছিলনা (খান, ২০১৩: ১৪৭-৬৭)। স্বাধীনতার পর অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভোট রাজনীতি, বিশ্বায়ন, অভিবাসন, নগরায়ন, শিক্ষার প্রসার ও গণমাধ্যমের সম্প্রসারণের ফলে জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে এক শ্রেণীর শহুরে মধ্যবিত্ত ও ধনিক নেতাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (Zafar & Ali, 2017: 82)। কিন্তু গ্রামীণ সমাজে এখন কারা নেতা? এই নেতৃত্বের ধরন কেমন? আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কোন সব উপাদান নেতৃত্ব তৈরীতে প্রভাব বিস্তার করছে? 'স্বয়ংসম্পূর্ণ ও অপরিবর্তিত জনপদ' হিসাবে কথিত গ্রামীণ সমাজের ক্ষমতা-কাঠামো এখনো কি ভূ-স্বামী আর মাতবর-মহাজন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত? এই গবেষণা এসব প্রশ্নের আলোকে গ্রামীণ সমাজের নেতৃত্বের ধরন (pattern) বিশ্লেষণের একটি প্রয়াস। একইসঙ্গে প্রবন্ধটিতে গ্রাম বাংলার নব-উদ্ভূত নেতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও ক্ষমতা কাঠামোতে তাদের অবস্থান বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ভূমিকা ও উপসংহার বাদে প্রবন্ধটিতে পাঁচটি অংশ রয়েছে। দ্বিতীয় অংশে তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি এবং তৃতীয় অংশে নেতৃত্ব ও নেতার গুণাবলী বিষয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা করা হয়েছে। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর উপাদান এবং নেতার উদ্ভব সম্পর্কে চতুর্থ অংশে আলোকপাত করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে পঞ্চম ভাগে। এখানে গ্রামীণ নেতাদের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে, যেখানে দেখানো হয়েছে সনাতনী গ্রামীণ নেতৃত্ব থেকে বর্তমান নেতৃত্ব অনেক বিবেচনায় পৃথক। আর ষষ্ঠভাগে গ্রামীণ ক্ষমতা-কাঠামো তথা নেতৃত্বের পরিবর্তনশীলতার কারণ অনুসন্ধান করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক তথ্য নির্ভর হওয়ায় এ ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার পদ্ধতি (interview method) ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে মানিকগঞ্জ জেলার হাজীপুর গ্রাম থেকে সু-নির্দিষ্ট প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে। কাঠামোগত দিক থেকে প্রশ্নপত্র মূলত কাঠামোগত (structured)। কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরগুলো নির্দিষ্ট উত্তরের মাঝে আবদ্ধ ছিল। কিছু ক্ষেত্রে প্রশ্ন ছিল উন্মুক্ত (open)। বস্তুত গবেষণাটিতে তথ্য সংগ্রহে স্তরায়িত উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়ন পদ্ধতি (stratified purposive sampling) ব্যবহার করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দুই ধরনের নেতাকে নমুনা হিসাবে নেয়া হয়েছে: অবস্থানিক/আনুষ্ঠানিক নেতা (formal leader) ও যশস্বী/অনানুষ্ঠানিক নেতা (informal leader)। মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া থানার হাজীপুর গ্রামের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন ইউনিয়ন পরিষদ, রাজনৈতিক দল, ক্লাব, এনজিও, গ্রামের বিভিন্ন কমিটি, ব্যবসা ও সমবায় সমিতির সদস্যদের অবস্থানিক নেতা হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। অন্যদিকে, যশস্বী নেতা হিসাবে গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে হাজীপুর গ্রামে যাদের প্রভাবশালীর ভাবমূর্তি আছে কিন্তু তারা কোন পদে নেই। আবস্থানিক ও যশস্বী দুই ধরনের নেতা থেকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে (purposively) যথাক্রমে ২০ জন ও ১০ জন নেতাকে নির্বাচন করা হয়েছে। এভাবে নমুনায় মোট ৩০ জন নেতাকে গ্রহণ করে তাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকার পর্বে গ্রামীণ নেতাদের দুর্নীতি, অসততা, কালো-টাকা নির্ভরতা, ঠিকাদারী ব্যবসা, সন্ত্রাস, মামলা, পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে সম্পর্ক প্রভৃতি বিতর্কিত বিষয় উঠে আসায় তথ্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে নেতাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রশ্নপত্রে বেশকিছু স্পর্ষকাতর বিষয় (যেমন- নেতাদের বাৎসরিক আয়/জমির পরিমাণ, মামলা, নির্বাচনে ব্যয়ের পরিমাণ ইত্যাদি) অন্তর্ভুক্ত থাকায় নমুনায় অন্তর্ভুক্ত নেতারা সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন নাম প্রকাশ না করার শর্তে। নৈতিকতার প্রশ্ন (ethical issue) যুক্ত থাকায় প্রশ্নপত্রে সংগ্রীহত তথ্য বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন করা হয়েছে নামবিহীনভাবে (anonymously)। ২০১৭ সালের সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে আমি সরাসরি নমুনায় অন্তর্ভুক্ত নেতাদের সাক্ষাতকার গ্রহণ করি। গ্রামীণ নেতৃত্বের সনাতনী বৈশিষ্ট্য নির্ণয় ও গবেষণা ফলফলের যথার্থতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বিশ্লেষণে মাধ্যমিক উৎসের (secondary sources) তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে।

নেতৃত্ব ঃ তত্ত্বীয় কাঠামোর বিনির্মাণ

নেতৃত্ব হচ্ছে নেতার ক্ষমতার আভরণ, কৌশল ও নেতার গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টির গুণাবলী যা অনুসারীদের পরিচালনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। নেতৃত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে অনুসারীদেরকে নেতার লক্ষ্যের

প্রতি অনুগত হওয়ার জন্য প্ররোচিত বা প্রভাবিত করবার ক্ষমতা। গ্যাবরিয়েল শেফার (Gabriel Sheffer) বলেছেন -

> *"... dominant leaders who introduced new ideas or novel orientations, and for better or for worse promoted major changes in their respective societies, which in turn altered both the nearer and more remote external environments of these societies ... [by advancing] vision, inspiration, conceptualization of change, articulation of ideological goals and their communication to followers and foes, risk taking, [the] formation of groups of followers and their occasional mobilization, [and] guidance of followers toward the achievement of goals (Sheffer, 1993: 9)."*

শেফারের উদ্ধৃতির সারমর্ম হলো- নেতৃত্ব এমন একটি বিষয় বা ধারণা যা সুদূর প্রসারী লক্ষ্য, অনুসারীদের প্রেরণা আর ঝুঁকি সম্পর্কিত। তাঁর মতে, নেতা অনুসারীদের নির্দেশনা দিবে, পরিচালিত করবে। সমাজে কাম্য পরিবর্তন আনবেন। নেতৃত্বই নির্ধারণ করবে সংঘ বা সংগঠনের লক্ষ্য এবং তা বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ। সি আই বার্নার্ড (Barnard, 1948: 97) - এর মতে, নেতৃত্ব ব্যক্তির আচরণের এমনসব গুণ নির্দেশ করে যার দ্বারা সংগঠিত উপায়ে জনগণের কার্যাবলী পরিচালিত করা হয়।[২] নেতৃত্ব সাধারণত তিনটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল: ব্যক্তি, অনুগামী এবং অবস্থা। নেতৃত্ব হচ্ছে এমন একটি তৎপরতা যার মাধ্যমে ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে নেতা জনগণের সহযোগিতা লাভ করে। কার্ল মার্কস (Karl Marx) নেতৃত্বকে দেখেছেন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁর মতে, উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজের আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক নির্ধারণ করে। আর এ কারণেই দেখা যায় দাস সমাজে দাস মালিক, সামন্ত সমাজে সামন্ত প্রভু এবং পুঁজিবাদী সমাজে ধনীক ব্যবসায়ী আর বণিক শ্রেণী- যারা ক্ষমতা কাঠামোর উচ্চে অবস্থান করে, তারাই সমাজকে নেতৃত্ব দেয় (মার্কস ও এঙ্গেলস, ১৯৮৭: ১৩)। নেতৃত্বের আলোচনায় কর্তৃত্ব একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। কর্তৃত্বের সঙ্গে নেতৃত্বের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার (Max Weber) তিন ধরনের কর্তৃত্বের আলোকে তিন ধরনের নেতৃত্বের কথা বলেছেন: ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্ব, ঐতিহ্যবাহী নেতৃত্ব এবং যৌক্তিক নিয়মানুগ নেতৃত্ব (ইবহফরী, ১৯৭৭: ২৯৪)। বার্নস নেতৃত্বকে একটি 'নির্দেশন প্রক্রিয়া' হিসাবে বর্ণনা করেছেন, যা অনুসারীরা কর্ম সম্পাদনের সময় কোন না কোন ভাবে নেতার তরফে পেয়ে থাকে। বার্নস এর ভাষায় নেতৃত্ব হলো - "some kind of process … that in some way gets people to do something', or involves 'some sort of relationship between leaders and followers in which something happens or gets done (Burns, 1978: 13). "

কাজেই "নেতৃত্ব" হচ্ছে নেতা, অনুসারী এবং পরিবেশগত সংশ্লিষ্ট উপাদানের একটি মিথষ্ক্রিয়া। নেতৃত্ব হচ্ছে কোন সামাজিক পরিস্থিতিতে নেতার সাথে তার অনুসারীর এক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। নেতৃত্ব নেতার এমন কিছু গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে যার মাধ্যমে অনুসারীর স্বেচ্ছা আনুগত্য ও আস্থা লাভ করা যায়। আর সেই সূত্রে নেতা অনুসারীদের আচরণকে প্রভাবিত করে। সঙ্গত কারণেই নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তির বেশ কিছু গুণাবলী থাকা জরুরি, যার মধ্যে অন্যতম হলো– ক) কর্মশক্তি ও কর্মদক্ষতা, খ) আবেগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা, গ) নিজেকে প্রকাশ করার ক্ষমতা, ঘ) বাক-পটুতা ও সাহস, ঙ) ত্যাগ করার মানসিকতা, চ) সাংগঠনিক দক্ষতা ও ছ) অনুসারীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রভাবিত করার ক্ষমতা।

৪. গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্বের উপাদানসমূহ

নেতৃত্বকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে ক্ষমতা-কাঠামোর সঠিক বিশ্লেষণ জরুরি। কেননা ক্ষমতার বিন্যাসকে কেন্দ্র করেই নেতৃত্ব গড়ে ওঠে (Ciulla, 1998: 11)। প্রতিটি সমাজেই ক্ষমতাবানরা নেতা এবং নেতারাই ক্ষমতাবান।

---

২. সি আই বার্নার্ডের মতে, " Leadership involves guiding others. Leaders must effectively convey meanings and intentions and receive them with sympathetic understanding." এ বিষয়ে দেখুন, Barnard (1948: 97).

ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের মধ্যে রয়েছে অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা কাঠামো গড়ে উঠে কতগুলো সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনের উপর ভিত্তি করে যার মধ্যে পরিবার, বংশ, পাড়া, বাড়ি, বিয়ে, দল, সমবায়, ক্লাব, সমিতি প্রভৃতি অন্যতম (মান্নান, ২০০৩: ১৪৮)। প্রকৃতিগত পার্থক্য, গুণগত প্রভেদ, সম্পত্তির মালিকানায় বৈষম্যসহ নানাবিধ কারণে গ্রামীণ সমাজে প্রভাবিত ও প্রভাশালীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রতিটি সমাজেই কিছু লোক প্রভাবশালীর ভূমিকায় অবতীর্ন হয়; সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ প্রভাবিত হিসাবেই দিনাতিপাত করে। এমনকি প্রলেতারিয়েত বিপ্লবের পর সৃষ্টি হয় প্রলেতারিয়েত এলিটের। এ বাস্তবতায় রবার্ট মিশেসলস বলেছেন, যারা সংগঠনের কথা বলে তারা আসলে অভিযাততন্ত্র বা এলিটদের কথাই বলে (Michels, 1962: 76)। প্রভাব ও ক্ষমতার বিভিন্নতার ভেতর থেকেই মূলত উদ্ভব ঘটে নেতার ও নেতৃত্বের। নেতৃত্ব ব্যক্তিগত বা চরিত্রগত বিষয় হলেও তা পরিগঠনে ব্যক্তির পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের কৃষি ভিত্তিক পল্লী-অর্থনীতি ও সমাজকাঠামোর অভ্যন্তরে নেতৃত্বের বিন্যাসটি সুদীর্ঘকাল অসমভূমি ব্যবস্থা কেন্দ্রিক পোষক-আশ্রিত (patron-client) সম্পর্কের উপর দাঁড়িয়ে ছিলো (Bhuiya, 1990: 71)। কিন্তু সম্প্রতি শিক্ষার প্রসার, অকৃষি খাতের বিকাশ, বেসরকারী সাহায্য সংস্থার (এনজিও) কর্মকান্ড, বাজার অর্থনীতি ও জাতীয় রাজনীতির প্রসারে গ্রামীণ জনপদে "পোষক-আশ্রিত" কেন্দ্রিক ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্ব ধারার পরিবর্তন ঘটছে (Islam, 1987: 62; Wohab & Akhter, 2004: 24)। বস্তুত কোন নেতৃত্বের পক্ষেই সুদীর্ঘকাল ক্ষমতার জ্যোতি কেন্দ্রে থাকা সম্ভব নয়। নতুন শাসক বা নেতারা ইতালীয় সমাজবিজ্ঞানী ভিলফ্রেডো প্যারেটো (১৯৬৫) প্রবর্তিত 'এলিট চক্রাকার' তত্ত্বের মতো করেই ক্ষমতা দখল করে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সর্বনিম্নস্তরে রয়েছে স্থানীয় বা গ্রামীণ কাঠামো (ইউনিয়ন পরিষদ)। তাই গ্রামীণ বা স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামো গড়ে ওঠে গ্রাম বা মৌজার স্থানীয় নেতৃত্ব, জনগণ ও প্রশাসনের সমমন্বয়ে। যদিও সাধারণ মানুষ গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর মূল একক তথাপি ক্ষমতা কাঠামো কখনই তাদের স্পর্শ করে না। বরং তা গড়ে ওঠে গ্রামীণ প্রভাবশালী নেতৃত্বের বলয়ে। ক্ষমতা সম্পর্কে কার্ল মার্কস ও ম্যাক্স ভেবার এর আলোচনা এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রেণী কাঠামোর আলোকে ক্ষমতাকে বিশ্লেষণ করেছেন। তারা ক্ষমতার বিন্যাসে উৎপাদন ব্যবস্থা তথা উৎপাদনের উপকরণসমূহের নিয়ন্ত্রণকে গুরুত্ব দিয়েছেন (Marx & Engles,1969: 181)। আর এই প্রেক্ষাপটে প্রলেতারিয়েত ও পুঁজিপতির সম্পর্কের কথা বলেছেন। ভেবার প্রভাব, কর্তৃত্ব এবং আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতাকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। যেভাবেই ধরা হোক, নেতৃত্ব অবশ্যই কতিপয় ব্যক্তির আধিপত্য কায়েম করে। ক্ষমতা-কাঠামোতে তাদের উচ্চ অবস্থানের জানান দেয়।

একাধিক গবেষণায় গ্রাম-বাংলার ক্ষমতা কাঠামো বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আতিউর রহমান (১৯৮৯: ৬৩-৬৭) গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংযুক্ত ১৯টি উৎসের কথা উল্লেখ করেছেন। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো – ভূমি মালিকানা, অর্থনৈতিক শক্তি, ব্যক্তিগত গুণাবলি, সমাজ-নেতৃত্ব, বংশীয় প্রধান্য, বিবাহ, রাজনৈতিক যোগাযোগ, প্রশাসনের সঙ্গে যোগসূত্র, কৃষি প্রযুক্তির উপর নিয়ন্ত্রণ, সন্ত্রাস সৃষ্টির সামর্থ্য, সমবায় সমিতির নেতৃত্ব ইত্যাদি। সঙ্গত কারণেই গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো জটিল, বহুমুখী এবং পরিবর্তনশীল। একটি বা কতিপয় উৎস ক্ষমতা কাঠমো নিয়ন্ত্রণ করেনা। উপরন্তু আধুনীকিকরণের সম্প্রসারণে ক্ষমতা কাঠামোরও আধুনিকীকরণ ঘটে, যা নতুন এলিট ও ক্ষমতার বিন্যাসের জন্ম দেয় (Lewis, 1991)। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর এই পরিবর্তনশীলতা ও বহুমুখীতার কারণ বিশ্লেষণ করে গবেষকরা বলেছেন-

> *" The pattern of dependency of the poor on the power structure also changed considerably. The sources of patronage were diversified, opening up opportunities for the poor to change patronage. So, the new power structure is pro-poor. The techniques of the rural elite to build and maintain power also diversified, such as constructing business associations, building party networks and involving with non-government organizations etc. NGO-ing was a prime survival strategy of the educated elite, which gave them an opportunity to secure their positions to the local power structure (Mozumdar, Ali, Farid & Kabir, 2008: 435)."*

আতিউর রহমানের মতে, গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে যে সমস্ত উপাদান প্রভাব বিস্তার করে তা-ই নেতৃত্বকে নির্ধারণ করে। এসব উপাদান ব্যবহার করেই নেতার আবির্ভাব ঘটে। বাংলাদেশে গ্রামীণ নেতৃত্ব সৃষ্টিতে বার্টোসি বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন বংশ মর্যাদাকে (Bartocci, 1979)। এরিখ জেনসেন (১৯৮৭) গুরুত্ব দিয়েছেন অর্থনৈতিক শ্রেণীভেদ, সামাজিক স্তর বিন্যাস এবং সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার ওপর। আরোফিন (১৯৮৬) নেতৃত্ব সৃষ্টিতে বংশ ও আত্মীয়তাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে এগুলো কোনটিই সর্বাংশে সত্য বা মিথ্যা নয়। উপরন্তু পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় তা নতুন ক্ষমতা-কাঠামো বিশ্লেষণে কার্যকর নয়। উপনিবেশিক শক্তির বিলুপ্তি, পুঁজিবাদের প্রসার, নগরায়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, প্রযুক্তির অগ্রগতি সর্বোপরি গণতন্ত্রের প্রসার রাষ্ট্রের কাঠামো ও চরিত্রকেই শুধু বদলে দেয়নি তা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত করছে 'স্থবির' গ্রামীণ সমাজ কাঠামোকেও। আর এই প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত হয়েছে গ্রামীণ নেতৃত্বও। গ্রামীণ নেতৃত্ব এখন আর শুধু বংশ পরিচয়, পরিবার বা প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের উপর নির্ভরশীল নয়, তা জটিল ও বহুমুখী সম্পর্কের জালে বিন্যস্ত। একইসঙ্গে এ নেতৃত্ব সরাসরি উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ও জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিকাশমান এই নেতৃত্বের ধরন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একজন গবেষক লিখেছেন লিখেছেন– "The newly emerged land owners do not belong to the old landed aristocracy [...] they would like to be identified as an entrepreneur belonging to white colour occupational groups having some background of education and a new style of life (Bhuiya, 1990: 71)."

সত্তরের দশকের শেষ দিকে আমিনুল ইসলাম গ্রাম বাংলার নেতৃত্ব কাঠামোতে সনাতনী ও নতুন নেতৃত্বের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা উল্লেখ করেছিলেন। বিকাশমান এই নেতৃত্বের সঙ্গে স্থানীয় ও জাতীয় রাজনীতির সম্পর্কের কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন (Islam, 1987: 62)। আরেকটি গবেষণায় করিম দেখিয়েছেন, গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে যারা আধিপত্য বিস্তার করেছে তারা বয়সে তরুণ ও সনাতনী নেতৃত্বের চেয়ে বেশি শিক্ষিত। নতুন ধারার নেতৃত্ব ধারাবাহিকভাবে শক্তিশালী হচ্ছে বলে তিনি মন্তব্য করেছেন (করিম, ১৯৯১)।

গ্রামীণ নেতৃত্বের বর্তমান প্রবণতা: গবেষণার ফলাফল

গ্রামীণ নেতৃত্বে বয়স, শিক্ষা, পেশা, আয়, পারিবারিক ঐতিহ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।[৩] বয়স বিবেচনায় বলা যায় যে, গ্রামীণ সমাজে এক শ্রেণীর নবীণ নেতার উদ্ভব ঘটেছে।

সারণি ১: হাজীপুর গ্রামের নেতাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

চলক	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
বয়স		
২০-৪০	১৬	৫৩.৩৩
৪১-৫৫	৮	২৬.৬৭
৫৬+	৬	২০.০০
শিক্ষা		
নিরক্ষর	-	-
প্রাথমিক (১-৫)	৫	১৬.৬৬
মাধ্যমিক (৬-১০)	১০	৩৩.৩৩
এইচএসসি পাশ	১০	৩৩.৩৩
ডিগ্রী পাশ	৫	১৬.৬৬

৩. একাধিক গ্রাম গবেষণায় এর প্রমাণ মিলেছে। একটি গবেষণায় মন্তব্য করা হয়েছে- "Education, personal qualities and affiliation with major political parties were more important factors influencing rural leadership. A remarkable change occurred in the power structure of rural Bangladesh during the last decade, more specifically from 2001 to 2007 (Mozumdar et al., 2008: 436)."

চলক	সংখ্যা	শতকরা হার (%)
পেশা		
কৃষি	৪	১৩.৩৫
ব্যবসা	১৫	৫০.০০
চাকরি	২	৬.৬৭
একাধিক পেশা	৯	২৯.৯৮
লিঙ্গ		
নারী	৭	২৩.৩১
পুরুষ	২৩	৭৬.৫৯
ধর্ম		
মুসলমান	২৮	৯৩.৩৪
হিন্দু	২	৬.৬৬
অন্যান্য বিষয়		
প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগে অভ্যস্ততা	১৬	৫৩.৩৩
উত্তরাধিকার সূত্রে নেতা	৩	৯.৯৯
দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততা	২১	৬৯.৯৩
এনজিও সম্পৃক্ততা	৭	২৩.৩৪
বিশ বিঘার অধিক জমির মালিক	৪	১৩.৩৫
সন্ত্রাস সম্পৃক্ততার অভিযোগ	১৯	৬৩.২৭
সর্বমোট	৩০	১০০.০০

উৎস: মাঠ জরিপ (২০১৭)

শিক্ষা ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে; প্রবীণ বা সনাতন নেতার তুলনায় নবীণ নেতারা অনেক বেশি শিক্ষিত। নেতৃত্বের ক্ষেত্রে জমির একক প্রাধান্য কমেছে। নেতারা এখন বহুমূখী পেশার অধিকারী। তাছাড়া নেতাদের একটি বড় অংশের পেশা ব্যবসা। সম্ভবত নগদ অর্থের জন্য নেতারা ব্যবসার প্রতি ঝুঁকে পড়েছে। পারিবারিক ঐতিহ্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটেছে। নব্য উদ্ভূত নেতাদের অনেকেরই তেমন পারিবারি ঐতিহ্য নেই (Barman, 1988)। এরা অর্থ ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর জোরে নেতা হয়েছেন। গ্রামীণ সমাজের নেতৃত্ব কাঠামোতে পুরুষ প্রাধান্য থাকলেও এখন নারী নেতৃত্ব বেশ সক্রিয়। এনজিও সম্পৃক্ততা ও রাজনৈতিক যোগাযোগের ভিত্তিতেও গ্রামীণ পরিবর্তনশীল নেতৃত্বের ধরনকে ব্যাখ্যা করা যায়।

অপেক্ষাকৃত নবীনদের প্রাধান্য

বয়স নির্ধারণ করা যে কোন নেতৃত্ব গবেষণার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। কারণ সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, বয়োজ্যেষ্ঠ লোকদের দ্বারা যদি কোন সংগঠন পরিচালিত হয় তবে সেই সংগঠন অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের আশা-আকাঙ্খা মিটাতে সক্ষম হয় না। কেননা প্রবীণ নেতৃত্ব সবসময় রক্ষণশীল হয়। গ্রামবাংলার ক্ষমতাবান নেতাদের সাধারণভাবে প্রবীণ বা রক্ষণশীল বলেই ধরে নেওয়া হয়। সাম্প্রতিক কালে সনাতনী সেই ধারণায় পরিবর্তন ঘটেছে। অপেক্ষাকৃত তরুণরা এখন ক্ষমতার চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়েছে কেবল নয়; বস্তুত তারাই ক্ষমতা কাঠামো নিয়ন্ত্রণ করছে। নবীনদের রাজনৈতিক দল সম্পৃক্ততা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ার সক্ষমতা, সংসদ সদস্য বা ক্ষমতাবান জাতীয় বা আঞ্চলিক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষমতা, প্রশাসনে প্রভাব বিস্তারের দক্ষতা, দ্রুত সাড়া প্রদানের পারঙ্গমতা এবং শক্তি প্রয়োগের প্রবণতা প্রবীণদের তুলনায় বেশি।

গবেষণা এলাকা হাজীপুরে তরুণ নেতার সংখ্যাই বেশি। তিরিশ জন নেতার ষোলজনই (৫৩.৩৩%) তরুণ, যাদের বয়স ৪০ বছরের নীচে (সারণি-১)। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রবীণ (পঞ্চাশ এর বেশি বয়স) হলেও বেশির ভাগ সদস্যের বয়স ৪০ বা তার নীচে। এছাড়া গ্রামটিতে রয়েছে কয়েকজন ছাত্রনেতা। কৃষি সমবায়ের নেতারাও বয়সে তরুণ। কয়েকজন প্রবীণ নেতা সাক্ষাৎকারে তরুণ নেতাদের প্রতি গ্রামবাসীর আগ্রহের কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। তাদের মতে, তরুণ নেতারা চটপটে, প্রশাসনিক যোগাযোগে দক্ষ ও তড়িৎ-কর্মা। আর এ কারণে গ্রামবাসীরা তরুণ নেতাদের পছন্দ করে। অবশ্য দু'জন নবীন নেতা দাবি করেছেন, জাতীয় ও

উপজেলা পর্যায়ের ক্ষমতাবান রাজনৈতিক নেতারা নবীনদের পছন্দ করে মিছিল-মিটিং সংগঠনে তাদের দক্ষতা/ক্ষমতার কারণে। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সুস্পর্ক ও তাদের প্রকাশ্য পৃষ্ঠপোষকতা গ্রামে নবীন নেতাদের গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়েছে।

ব্যবসা নতুন নেতৃত্বে প্রধান পেশা

সামাজিক পদমর্যাদা নির্ধারণে পেশা একটি অন্যতম মানদণ্ড। ব্যক্তির গ্রহণযোগ্যতা ও ভূমিকা পেশার উপর অনেকাংশে নির্ভর করে। গ্রামীণ নেতাদের প্রধান পেশা এখন আর কৃষি নয়, ব্যবসা। নেতাদের ৫০ শতাংশই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত (সারণি-১)। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো গ্রামীণ নেতাদের অনেকেরই একাধিক পেশা রয়েছে। ব্যাবসা ও একাধিক পেশা নেতাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা কেবল আনে না, তাকে সম্পদশালী করে তোলে। সম্পদশালী নেতারা কিছু অর্থ 'রাজনৈতিক বিনিয়োগ'-হিসাবে ব্যয় করে সমর্থক গোষ্ঠী সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায়। ব্যবসা ছাড়াও গ্রামীণ নেতৃত্ব বর্তমানে চাকুরী, ঠিকাদারীর সঙ্গে যুক্ত। সনাতনী গ্রামীণ নেতৃত্ব ছিল মূলত ভূমি-নির্ভর। কারণ মার্কস[৪] ও ভিটফোগেল (Wittfogel, 1957: 144) কথিত শত রকমের পরিবর্তনের মাঝেও অপরিবর্তনীয় গ্রামীণ সমাজে উৎপাদনের প্রধান এবং একমাত্র বাহন ছিল ভূমি। পেশাগত বহুমুখিতা পরিবর্তিত গ্রামীণ নেতৃত্বের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। হাজীপুর গ্রামে বেশীরভাগ নেতাই নিজেকে কৃষক বলে পরিচয় দেওয়ার চেয়ে ব্যবসায়ী, চাকরিজীবী, ঠিকাদার প্রভৃতি পরিচয় দিতে 'সম্মান' বোধ করে। এসব পরিচয়কে তারা আধুনিক বলে মনে করে। সাক্ষতাকারে অকপটেই কয়েকজন নেতা তা স্বীকার করেছেন।

শিক্ষিতদের উত্থান

শিক্ষার ক্ষেত্রে গ্রামীণ নেতৃত্বে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে। পাকিস্তান শাসনামল বা স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের মতো স্বল্প শিক্ষিত নেতা এখন খুব কম। হাজীপুর গ্রামে পর্যবেক্ষণকালে দুই জন মাস্টার্স পাশ ও তিনজন বিএ পাশ নেতা পাওয়া গেছে, যা ১৯৭০ বা ৮০'র দশকে কল্পনাও করা যেতো না। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদের বেশীর ভাগ সদস্যই উচ্চ মাধ্যমিক পাশ। গ্রামে কোন নিরক্ষর নেতা নেই। প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত লেখাপড়া করা নেতাও কম। শিক্ষার প্রসার ও নেতৃত্ব কাঠামোতো তরুণদের আগমন নেতাদের শিক্ষার স্তর (level of education) বৃদ্ধি করেছে। উপরন্তু অল্প-শিক্ষিত লোকের পক্ষে সরকারী কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ব্যাংক, আদলতের সাথে সম্পর্ক রাখা কঠিন বলে গ্রামীণ নেতৃত্বে বর্তমানে শিক্ষিত ব্যক্তির আগমন ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে গ্রামের এক তরুণ নেতার মন্তব্য স্মরণযোগ্য- 'পান খাওয়া অশিক্ষিত বুড়ো নেতাদের সঙ্গে টিএনও সাহেব, ওসি সাহেব কথা বলবে নাকি? শহরের নেতারাও তাদের পছন্দ করে না।'

ভূমি কেন্দ্রিক নেতৃত্বে পরিবর্তন

গ্রামীণ রাজনীতিতে জমির প্রভাব কিছুটা কমে গেলেও গ্রামীণ এলিটদের আয়ের এবং ক্ষমতার এখনও একটি অন্যতম উৎস ভূমি। পর্যাপ্ত ভূমির মালিক তার খোরাকী ও উদ্বৃত্ত উপার্জনের যে নিশ্চয়তা পান সেটা অন্য কেউ পায়না। উপরন্তু ভূমি-মালিক তাদের বর্গাচাষী, লগ্নী চাষী, মৌসুমী মজুর, দিন মজুর, পওনকারীদের কাছে ক্ষমতাবানের মর্যাদা পান, যা তাকে নেতারূপে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করে (Jahangir, 1982)। সাম্প্রতিক সময়ে অবশ্য এ ধারার পরিবর্তন ঘটেছে। চাকরি, ব্যবসার প্রসার, ঠিকাদারী, এনজিও কর্মকান্ড প্রভৃতি নেতৃত্বে ভূমি মালিকের একক কর্তৃত্ব কমিয়েছে। হাজীপুর গ্রামে অনেক নেতা আছেন যাদের তেমন কোন জমি নেই। গ্রামে ১০ বিঘার উপর জমি আছে অল্প কিছু নেতার (সারণি-১)। জমির ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয়, প্রবীণ নেতাদের জমির পরিমাণ বেশি হলেও তরুণ নেতাদের জমি অনেক কম। অর্থাৎ বিকাশমান তরুণ নেতৃত্ব জমি কেন্দ্রিক নয়। তারা বরং ব্যবসা বা ঠিকাদারী কেন্দ্রিক। গ্রামের যশস্বী এক নেতা সাক্ষাতকারে বলেছেন," 'কাঁচা টাকা' (নগদ অর্থ) ছাড়া এখন আর রাজনীতির খরচ যোগানো যায় না। নগদ টাকার প্রবাহ না থাকলে মিছিল-মিটিং বা রাজনৈতিক প্রচারে তেমন খরচ করা যায়না, জনপ্রিয়তা ও অনুসারীদের সংখ্যা কমে যায়।"

---

৪. মার্কস ও এঙ্গেলস ভারতীয় সমাজের অপরিবর্তনীয় প্রসঙ্গে বলেছেন " ভারতীয় সমাজের কোন ইতিহাস অন্তত সুপরিজ্ঞাত ইতিহাস নেই। আমরা যাকে তার ইতিহাস বলি তা হচ্ছে একের পর এক বর্হিগতদের ইতিহাস যারা তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে এই অপরিবর্তনশীল সমাজের নিষ্ক্রিয় ভিত্তির উপর। সমস্ত অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ, আগ্রাসন, বিপ্লব, বিজয়, দুর্ভিক্ষ, যতই বিস্ময়করভাবে জটিল, দ্রুত এবং বিধ্বংসী হোক না কেন পরবর্তী ঘটনাক্রম থেকে বোঝা যায় তা গ্রামীণ সমাজের গভীরে প্রবেশ করেনি (Marx & Engles, 1969: 181)।"

সারণি ২: সনতনী ও বর্তমান নেতৃত্বের প্রবণতাসমূহ

বিষয়	সনাতনী নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য [৫]	বর্তমান নেতৃত্বের প্রবণতা
ভূমি	সনাতনী নেতৃত্ব ছিলো ভূমিকেন্দ্রিক। বিশেষত তা ছিলো প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের ফলাফল।	বর্তমান নেতৃত্ব ভূমি নির্ভর নয়; নগদ অর্থ ও ব্যবসা নির্ভর। নগদ অর্থ গ্রামীণ নেতাদের প্রচার কাজ ও সর্মথকগোষ্ঠী সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক রাখে।
শিক্ষা	সনাতনী নেতা খুব বেশী শিক্ষিত ছিলো না	গ্রামীণ নেতৃত্ব এখন অনেক বেশী শিক্ষিত।
বয়স	অতীতে গ্রামীণ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে প্রবীণরাই প্রাধান্য বিস্তার করেছিলো।	পরিবর্তিত গ্রামীণ নেতৃত্বে নবীনদের (৪০ বছর বা তার নিচে) প্রাধান্য রয়েছে।
রাজনৈতিক যোগাযোগ	সনাতনী নেতৃত্ব বৃটিশ বা পাকিস্তান আমলে জাতীয় রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে বা সরাসরি যুক্ত ছিলোনা।	নতুন নেতৃত্ব প্রকাশ্য এবং কার্যকরভাবে জাতীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত। গ্রামের প্রভাবশালী নেতারা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের পদধারী নেতা।
পেশা	সনাতনী নেতারা ছিলেন ধনীক কৃষক। জমিদার আর তাদের ঘনিষ্ঠরা ছিলো নেতা। যার 'যত বেশী ভূমি তত বেশী পোষক'- এটি ছিলো সমর্থক তৈরীর সূত্র।	বর্তমানে গ্রামীণ সমাজে কোন একক পেশার নেতা নেই- নেতৃত্ব এখন বহুমুখী পেশায় বিন্যস্ত । তবে নগদ অর্থের প্রভাবের কারণে ব্যবসা প্রাধান্য বিস্তার করেছে।
ধর্ম	সনাতনী গ্রামীণ নেতৃত্বে হিন্দুদের বেশ প্রধান্য ছিলো। নেতৃত্ব কাঠামোতে মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদেরও কার্যকর অংশীদারিত্ব ছিলো।	বর্তমানে গ্রামীণ নেতৃত্বে মুসলিম জনগোষ্ঠির একক প্রাধান্য রয়েছে। হিন্দুদের প্রতিনিধিত্ব খুবই কম।
উত্তরাধিকার	সনাতনী নেতৃত্ব ছিলো বংশ বা পরিবার ভিত্তিক। প্রভাব বিস্তার বা ভোটপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে পরিবার বা বাড়ি গুরুত্বপূর্ণ ছিলো।	বিকাশমান নেতৃত্বের ক্ষেত্রে পারিবারিক ঐতিহ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। হঠাৎ ধনী হওয়া যে কেউ এখন অর্থের কল্যাণে নেতা হতে পারে।
নগদ অর্থ	অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের স্বল্প পরিধির কারণে অতীতে নগদ অর্থ রাজনীতিতে খুব বেশী প্রভাব বিস্তার করেনি।	পরিবর্তিত নেতৃত্বে বাণিজ্য প্রবণতা রয়েছে। এখন নেতারা রাজনীতিতে অর্থ খরচকে 'বিনিয়োগ' হিসাবে দেখে। নগদ অর্থ নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখছে।
নারী নেতৃত্ব	পর্দা প্রথা আর নারীর প্রান্তিকতার কারণে অতীতে গ্রামে তেমন নারী নেতৃত্ব ছিলোনা। সেসময় নারী নেতৃত্ব ছিলো পুরোপুরি প্রভাবশালীদের আত্মীয়তা কেন্দ্রিক।	বর্তমানে তৃণমূল পর্যায়ে নারী নেতৃত্ব বিকশিত হচ্ছে। দরিদ্রদের মধ্য থেকে নারী নেতৃত্ব গড়ে উঠছে। ব্যক্তিগত যোগ্যতায় অনেকেই নেত্রী হিসাবে উঠে আসছেন।
সন্ত্রাস ও কালো টাকা	অতীতে জাতীয় রাজনীতির মতো স্থানীয় রাজনীতিও সন্ত্রাস নির্ভর ছিলোনা। জমিই ছিলো নেতাদের আয়ের প্রধান উৎস। কাজেই তখন তেমন কালো টাকার উৎপাত ছিলোনা।	নেতাদের কালোটাকার উৎস আছে বলে অভিযোগ রয়েছে। নতুন নেতৃত্বের মধ্যে সন্ত্রাসী প্রবণতাও আছে। অসংখ্য নেতার নামে মামলা রয়েছে।
উন্নয়ন কর্মকাণ্ড	সনাতনী নেতৃত্ব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নির্ভর ছিলো না। কারণ দীর্ঘকাল গ্রামীণ সমাজে তেমন উন্নয়ন বাজেট ছিলো না।	বর্তমান নেতৃত্ব বস্তুত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড নির্ভর। কয়েক হাজার কোটি টাকা গ্রামীণ উন্নয়নে ব্যয় হচ্ছে। কাজেই নেতারা উন্নয়ন মুখী।

উৎস: বিভিন্ন গবেষণাকর্ম যেমন, কুদ্দুস ও খান (১৯৯৯), করিম (১৯৯১), মান্নান (২০০৩) - এর সাহায্যে সনাতনী নেতার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, হাজীপুর গ্রামে মাঠ জরিপের আলোকে প্রস্তুত করা হয়েছে বর্তমান গ্রামীণ নেতৃত্বের প্রবণতাসমূহ।

৫. কুদ্দুস ও খান (১৯৯৯), মজুমদার ও অন্যান্য (২০০৮), করিম (১৯৯১) এবং মান্নান (২০০৩) সনাতনী নেতার কিছু বৈশিষ্ট্য সনাক্ত করেছেন, যেমন– তুলনামূলকভাবে বয়স্ক, ধার্মিক, স্বল্প শিক্ষিত, ভূ-স্বামী, পারিবারিক ঐতিহ্য, রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, মহাজনী ব্যবসা প্রভৃতি। সনাতনী গ্রামীণ নেতার সাথে গ্রামসীর সনাতনী বুদ্ধিজীবীর ধারণার মিল পাওয়া যায়। গ্রামসী (১৯৯৭) গ্রামীণ কবিরাজ, ভূ-স্বামী, পুরোহিত, মাতবর, কবি, দার্শনিকদের সনাতনী বুদ্ধিজীবী (traditional civil society) বলেছিলেন। গ্রামসির মতে, ভূ-স্বামী, মাতবর, সর্দার (বংশ প্রধান) ইমাম, শিক্ষক সনাতনী নেতা হিসেবে স্বীকৃত। গ্রামে সাধারণত পরিবার বা বংশগত ভাবে নেতা মনোনীত হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মাতবরের ছেলে মাতবর হয়।

মুসলমান নেতাদের একক প্রাধান্য

বৃটিশ শাসনামলে গ্রাম বাংলার ক্ষমতা কাঠামো তথা নেতৃত্বের ক্ষেত্রে হিন্দু জমিদার ও তাদের ঘনিষ্ঠদের প্রাধান্য ছিল। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর হিন্দু জমিদাররা ভারতে চলে যায়। সেসময় জনসংখ্যার ৩৭ শতাংশ ছিল হিন্দু। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সম্পত্তি দখল, ধর্মীয় ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা, ধর্ষণ, খুন, লুটপাট, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন, মৌলবাদের উত্থান প্রভৃতি কারণে হিন্দু জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ বিভিন্ন সময়ে অনেকটা নীরবে ভারতে স্থানান্তরিত হয়েছে। ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী, হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর মাত্র ৮ শতাংশ।[৬] হিন্দু জনগোষ্ঠীর এই ব্যাপক হ্রাস গ্রামীণ নেতৃত্বে হিন্দুদের প্রতিনিধিত্বকেও প্রভাবিত করেছে। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে হিন্দুদের অবস্থান যেহেতু অত্যন্ত ভঙ্গুর সেহেতু নেতৃত্ব কাঠামোতেও তাদের অবস্থান নগণ্য। বর্তমানে গ্রামীণ নেতৃত্বে মুসলমানদেরই একক কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য রয়েছে যা নেতৃত্বের নতুন ধরণকে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

হাজীপুর গ্রামে মাত্র ২ জন হিন্দু নেতা রয়েছে। এদের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব মূলত হিন্দু অধ্যুষিত বাগান বাড়ীতেই সীমাবদ্ধ; তা সমগ্র গ্রামভিত্তিক নয়। ইউনিয়ন পরিষদে কোন হিন্দু নেতা নেই। হাজীপুরে আওয়ামী লীগ কিংবা বিএনপির কোন সাংগঠনিক পদে হিন্দু নেতা নেই। এছাড়াও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাবের ব্যাপক হ্রাস ঘটেছে। সনাতনী নেতৃত্ব কাঠামোতে ইমাম, হুজুর, পীরের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ (সারণি-২)। বর্তমানে এদের প্রভাব কমেছ। হাজীপুর গ্রামে কোন পীর, হুজুর বা ইমাম খুঁজে পাওয়া যায়নি যারা নেতা বলে স্বীকৃত বা যাদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অনুসারী রয়েছে।

প্রান্তিক নারী নেতৃত্বের উত্থান

বৃটিশ শাসনামল তো বটেই, পাকিস্তান শাসনামলেও সনাতনী নেতৃত্ব পুরোপুরি পুরুষদের দখলে ছিল। কিন্তু সম্প্রতি এই ধারায় পরিবর্তন ঘটেছে। পুরুষ প্রাধান্য সত্ত্বেও নারী নেতৃত্ব বিকশিত হচ্ছে। হাজীপুর গ্রামেও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে লৈঙ্গিক পরিবর্তন ঘটেছে। গ্রামীণ বাংক, ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা প্রভৃতি এনজিও নারী নেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা রাখছে। আগে ইউনিয়ন পরিষদে নারী অংশগ্রহণ ছিল নামমাত্র; আত্মীয়তার সূত্রে (স্ত্রী, কন্যা, বোন, ভাবী প্রভৃতি) আবদ্ধ। বর্তমানে সরাসরি নির্বাচনের কল্যাণে এ ধারার রূপান্তর ঘটেছে। নারী নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল- প্রান্তিক নারী নিজ যোগ্যতায় নেতৃত্ব কাঠামোতে ঢুকে পড়েছেন। হাজীপুর গ্রামে অধিকাংশ নারী নেত্রীই নিম্ন আয়ের শ্রমজীবী এবং এদের বেশীর ভাগেরই বংশীয় বা পারিবারিক ঐতিহ্য নেই। গ্রামে এখন নারী নেতৃত্ব শুধু আনুষ্ঠানিকতা নয়। নারীরা সালিশ, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড এমনকি ঠিকাদারী কর্মকান্ডে অংশ নেয়। বিকাশমান প্রান্তিক নারী নেতৃত্ব, গ্রামীণ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে একটি বড় ধরনের পরিবর্তন।

রাজনৈতিক যোগাযোগ ও সন্ত্রাস

ভোট রাজনীতির কল্যাণে বর্তমান সময়ে গ্রামীণ সমাজ জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে অঙ্গা-অঙ্গীভাবে যুক্ত। আতিউর রহমান (১৯৮৮: ২৮) মন্তব্য করেছেন, 'গ্রাম বাংলার আর্থ-সামাজিক রূপান্তর একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক কাঠামোর মধ্যেই এগিয়ে যাচ্ছে।' তাই জাতীয় রাজনীতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে গ্রামগুলো ছিল অনেকটা স্বাধীন। কেন্দ্রের উপস্থিতি ছিল শুধু কর সংগ্রহের ক্ষেত্রে। ফলে প্রতিটি গ্রামই স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠে (Khan, 1996: 23-29)। এই অবস্থানের ভাঙ্গন ধরে বৃটিশ উপনিবেশিক শাসনামলে। ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতব্যাপী যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন হয়, তা থেকে গ্রামবাংলা বিচ্ছিন্ন ছিল না। পাকিস্তান শাসনামলে গ্রামীণ নেতারা জেনারেল আইয়ুব খান প্রবর্তিত 'Basic Democracy' এর মাধ্যমে জাতীয়

৬. ২০০১ সালের আদম শুমারী অনুযায়ী বাংলাদেশে হিন্দু জনসংখ্যা ৯.২ শতাংশ। দশ বছর পর তা কমে ৮ শতাংশে দাড়ায়। গত দুই বছরে তা আরো কমেছে বলে ধারণা করা হয়। এ বিষয়ে দেখুন, 2011 Population & Housing Census: Preliminary Results, July 2011.

রাজনীতির সাথে সরাসরি জড়িয়ে পড়েন। ১৯৬৬'র ছয় দফা, '৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০'র নির্বাচনকে ঘিরে গ্রামীণ রাজনীতি আরো বেশি জাতীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে (Maniruzzaman, 1975)। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পুঁজিবাদের দ্রুত প্রসার, রাষ্ট্রীয় উন্নয়নমূলক নীতি, গণতন্ত্রায়ন, স্থানীয় সরকারের বিকাশ প্রভৃতি গ্রামীণ নেতৃত্বকে জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত করেছে। জাতীয় রাজনৈতিক দলগুলোর (আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী, জাসদ প্রভৃতি) প্রসারও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় প্রার্থীদের ভোটের জন্য গ্রামীণ নেতাদের উপর নির্ভর করতে হয়। আবার নির্বাচনের পর গ্রামীণ নেতারা ঠিকাদারী, উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড, মামলা-মোকাদ্দমা, স্থানীয় নির্বাচন প্রভৃতির জন্য সংসদ সদস্য, মন্ত্রী, দলের জেলা বা কেন্দ্রীয় নেতাদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। উভয়বিধ এই নির্ভরশীলতার কল্যাণে গ্রামীণ ও কেন্দ্রীয় নেতাদের মধ্যে একটি মিথস্ক্রীয়া গড়ে ওঠে, যেখানে উভয় নেতাই লাভবান হয়। গ্রামীণ সমাজে প্রভাবশালী নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পেতে রাজনৈতিক প্রভাব বলয়ে থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যপদ থাকার চেয়েও তা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সরকারী দলের স্থানীয় নেতা হিসাবে এখন ক্ষমতা চর্চা করেন রাজনৈতিক নেতারা। এ প্রসঙ্গে মজুমদার ও অন্যান্যা যথার্থ বলেছেন-

> *" The local level leaders were sitting in the parliament as honorable lawmaker in one hand, and a good link between Member of Parliament (MP) and local leaders created unprecedented change, in the rural power structure on the other. A local party was more powerful than the UP chairman, members or higher lineage group, if these people had warm relations with local ruling party leaders and MP."* (Mozumdar et al., 2008: 435)

যা হোক, হাজীপুর গ্রামে দুই-তৃতীয়াংশ নেতা কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত (সারণি-১)। তাদের অনেকেই রাজনৈতিক দলগুলোর গ্রাম ও থানা পর্যায়ের কমিটিতে আছেন। এমনকি কেন্দ্রীয় নেতাদের গ্রুপিং পর্যন্ত গ্রামীণ রাজনীতিতে বিদ্যমান। হাজীপুর গ্রামে বিএনপি সমর্থিত নেতারা কোন রাখ ঢাক না রেখেই জানিয়েছেন তারা দলটির প্রভাবশালী কেন্দ্রীয় নেতাদের কেন্দ্র করে দুই গ্রুপে বিভক্ত। কেবল বিএনপি নয়, আওয়ামী লীগের গ্রামীণ নেতাদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব রয়েছে এমপি ও উপজেলা চেয়ারম্যানকে কেন্দ্র করে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, ২১ জন নেতা (প্রায় ৭০ শতাংশ) কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত (সারণি-১)।

গ্রামীণ পরিবর্তিত নেতৃত্বের (রাজনীতির) একটি ভয়ংকর প্রবণতা হলো সন্ত্রাস, দুর্নীতি এবং কালোটাকা নির্ভরতা। ২০০৭ সালে আইন শৃংখলার উন্নতি কল্পে সেনাবাহিনীর অভিযান শুরু হলে হাজীপুর গ্রামের বেশ কয়েকজন নেতা পালিয়ে গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন তাদেও প্রতিদ্বন্দ্বী নেতারা। কয়েকজন নেতা স্বীকার করেছেন, তারা গ্রাম ছেড়েছিলেন 'রাজনৈতিক প্রতিহিংসা'র শিকার হতে পারেন- এমন আশঙ্কায়। এ থেকেই নেতাদের নৈতিক অবস্থান, চারিত্রিক দৃঢ়তা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সাক্ষাতকারে অধিকাংশ নেতা একে অন্যকে সন্ত্রাসীরূপে দোষারোপ করেছেন। মন্তব্য করেছে যে, 'ওমুক'/'ওইসব' নেতার কাছে আধুনিক অস্ত্র রয়েছে, তার/তাদের নামে মামলা রয়েছে। গ্রামীণ নেতৃত্বের এই ধরন ১৯৭০ ও '৮০ এর দশক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গ্রামীণ নেতৃত্বের এই প্রবণতার সম্পর্কে ওহাব ও আক্তার এক গবেষণায় মন্তব্য করেছেন -

> *" The contemporary politics in Bangladesh is characterized by conflicts and corruption both in national and local level i.e., simultaneous tendencies towards political interest and power exercise, process and activities [...] the entire major political parties both national and local have introduced corruption and violence among young groups."* (Wohab and Akhter, 2004: 23)

একজন প্রবীণ ও স্বল্প শিক্ষিত নেতা মন্তব্য করেছেন, "স্থানীয় নির্বাচনের সময় গ্রামীণ রাজনীতিতে 'কালে টাকার' ছড়াছড়ি শুরু হয়। প্রার্থীরা টাকা খরচ করে ভোটারদের মনঃতুষ্টির চেষ্টা করেন। অনেক ক্ষেত্রে ভোট কিনে নেয়।

আমার জনপ্রিয়তা থাকলেও টাকার অভাবের কারণে আমি কখনো নির্বচন করিনি।" বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে হাজীপুরে চারজন ব্যক্তি চেয়ারম্যান পদে প্রতিদ্বন্দিতা করেছেন। চারজন প্রার্থীই স্বীকার করেছেন যে, তারা ৭ থেকে ১৩ লাখ টাকা খরচ করেছেন। হাজীপুরের একজন সাবেক চেয়ারম্যান বলেছেন, তাঁর তের লাখ টাকা খরচ হয়েছে বিগত নির্বাচনে (অবশ্য তিনি পরাজিত হয়েছেন)। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে বিপুল অংকের অর্থের খরচ গ্রামীণ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কালো টাকার উপস্থিতির প্রমাণ। এটি আরো প্রমাণ করে নির্বচনে বিজয়ের ক্ষেত্রে অর্থ একমাত্র উপাদান না হলেও অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক।

এনজিও সম্পৃক্ততা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড

গ্রামীণ সমাজে এনজিও কর্মকাণ্ড এখন ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। ঋণদান, সেবামূলক ও উন্নয়নমূলক কর্মাকান্ড পরিচালনা করে এনজিও ব্যাপকভাবে আলোচিত-সমালোচিত হয়েছে। এনজিওগুলোর মধ্যে ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, গ্রামীণ ব্যাংক, গণ-কল্যাণ সংস্থা অন্যতম। এছাড়াও আছে দেশীয় ও স্থানীয় এনজিও। মূলত ১৯৭০ এর শেষ দিকে উপকূলীয় অঞ্চলে ত্রাণ তৎপরতাকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ সমাজে এনজিও কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। যুদ্ধপরবর্তী দেশ গঠনকে কেন্দ্র করে এনজিও কর্মকাণ্ডের প্রসার ঘটে। যা হোক, এনজিও কর্মকাণ্ড বিশেষত ঋণদান কর্মসূচীর কারণে গ্রামীণ সমাজের মহাজনী সুদ প্রথার বিলুপ্তি ঘটেছে। মানুষের হাতে নগদ টাকার প্রবাহ বেড়েছে। এনজিও গ্রাম পর্যায়ে টার্গেট গ্রুপ সংগঠনের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্ব সৃষ্টি করেছে (ডবংঃবৎমধৎফ ঁ ঐড়ংংধরহ, ২০০৫)। বিশেষ করে নারী নেতৃত্ব বিকাশে এনজিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। হাজীপুরে ব্র্যাকের একজন কর্মী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এছাড়াও একজন নারী এনজিও কর্মী ইউপি'র সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে নির্বাচিত হয়েছেন। একাধিক এনজিও কর্মী সর্বশেষ ইউপি নির্বাচনে অংশ নিয়েছিলেন। এনজিও সম্পৃক্ততার ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রবীণ থেকে নবীন নেতারারা এগিয়ে। আগে (১৯৭০ ও '৮০ এর দশকে) সনাতনী নেতাদের সাথে এনজিও এর দ্বন্দ্ব লেগে থাকতো। তারা গ্রামে এনজিও কর্মকাণ্ড প্রতিরোধের চেষ্টা করেছেন কখনো ধর্মীয় উম্মাদনা সৃষ্টি করে, কখনো পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ঠেকানোর নামে। কিন্তু বর্তমানে এনজিও'র সাথে নবীন নেতাদের সু-সম্পর্ক রয়েছে। তাদের একাংশ ঋণদানের সঙ্গে যুক্ত। নেতাদের এনজিও সম্পৃক্ততা নিঃসন্দেহে গ্রামীণ নেতৃত্বের একটি পরিবর্তিত প্রবণতা যা তাদের উন্নয়নমুখীতার প্রমাণ। ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত ওই এনজিও কর্মী স্বীকার করেছেন "গ্রামবাসী আমার কাছে আসতো দ্রুত ঋণ পাওয়ার ব্যবস্থা করতে। আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করতাম। এবার অনেক গ্রামবাসী অনুরোধ করেছে মেম্বার পদে নির্বাচন করতে; করলাম এবং বিজয়ী হলাম।" অনুরূপভাবে নারী এনজিও কর্মী জানিয়েছেন " একসময় গ্রামে রাস্তার মাটি কাটার কাজ করতাম। পরে ছোট-খাট ব্যবসা করার জন্য ঋণ নিলাম। অন্যনারীদের উদ্বুদ্ধ ও সহায়তা করেছি ঋণ নিতে। তাদের ভোটেই জয়ী হয়েছি।"

সুদীর্ঘকাল গ্রামীণ নেতৃত্ব কাঠামোতে পরিবার ও বংশের আধিপত্য থাকলেও বর্তমানে এ ধারার রূপান্তর ঘটছে (সারণি-২)। হাজীপুর গ্রামে খুব কম নেতাই পাওয়া গেছে যাদের পিতা বা দাদা নেতা ছিলেন। একজন গবেষক বেশ কিছুকাল আগে মন্তব্য করেছেন, "গ্রামে চেয়ারম্যানের ছেলে চেয়ারম্যান হয় আর দুই-তৃতীয়াংশ ক্ষেত্রে মাতবর হয় মাতবরের ছেলে (মান্নান, ২০০৩: ১৪৭)।" এ বাস্তবতায় নেতৃত্বের ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের বিলুপ্তি বা প্রভাব হ্রাস গ্রামীণ নেতৃত্বের একটি বড় পরিবর্তন।

সনাতনী গ্রামীণ নেতা ছিল ধর্মভীরু, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড বিমুখ। যাত্রা, নাটক, গান-বাজনাকে তারা ধর্মের বিরোধীতা বলে মনে করত (Barman, 1988: 129-134)। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে বিশেষত নবীন নেতাদের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড-সম্পৃক্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেক নেতাই সাংস্কৃতিক কর্ম যেমন নাটক, পালাগানের আয়োজনে পৃষ্ঠপোষকতা/টাকা দেয়। গ্রামীণ সমাজে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে একদল যুবককে আকৃষ্ট করা যায় যা পৃষ্ঠপোষকের ক্ষমতা-জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করে। হাজীপুর গ্রামে অনেক নেতা সাংস্কৃতিক কর্মের সাথে যুক্ত, অন্তত তারা অর্থ দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করে। এ ক্ষেত্রে নবীন নেতারাই বেশী করে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত।

গোষ্ঠী সম্পর্ক ও ক্ষমতা কাঠামো

বেশ কিছু গবেষক (বিশেষত, Lewis, 1991; Mahmud, Ahmed & Mahajan, 2008) মন্তব্য করেছেন গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্ব অতীতে জ্ঞাতি বা বংশ সম্পর্ক (kinship) দ্বারা নিয়ন্ত্রতি হলেও বর্তমানে নেতৃত্ব

নির্ধারণে বংশের প্রভাব অনেকটা সীমিত হয়ে পড়েছে। তবে গবেষণা এলাকায় আমরা ভিন্ন বাস্তবতা লক্ষ্য করেছি; বংশ সম্পর্ক নেতৃত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে এখনও প্রভাববিস্তারকারী একটি চলক। হাজীপুর গ্রামে সুস্পষ্টভাবে 'খান' বংশের প্রভাব লক্ষ করা গেছে। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সহ অন্তত দুইজন মেম্বার 'খান বংশ' হতে এসেছেন। পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে, বংশ বা জ্ঞাতি সম্পর্ক একটি পূর্ব-প্রস্তুতকৃত সমর্থন উৎস (readymade source of supporters) হিসেবে কাজ করে যা একদিকে স্থানীয় পর্যায়ে মিছিল-মিটিং বা দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ক্ষেত্রে লোকবল জোগায় অন্যদিকে তা জেলা বা জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্বকে আকর্ষণ করে। বেশ কয়েকজন নেতা অকপটে স্বীকার করেছেন, 'এমপি সাহেব' তাদের পছন্দ করেন কেননা বড় বংশের সদস্য হওয়ায় তারা এমপির মিছিলে ও দলের কর্মসূচিতে লোকবল ঘাটতি সমস্যা দূর করতে পারে।

গ্রামীণ নেতৃত্বের পরিবর্তনশীলতা: অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ উপাদানের ক্রিয়াশীলতা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতি বরাবরই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তন কখনও হয় ধীরে, কখনও দ্রুত। বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজও পরিবর্তনশীল। মূলত ১৯৬০'র দশকে সবুজ বিপ্লবের সূচনার পর থেকেই গ্রাম বাংলায় আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন আসতে শুরু করে (Lewis, 1991; Mahmud et al., 2008)। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ প্রভাবকের ক্রিয়াশীলতায় এই পরিবর্তনের গতি আরও দ্রুত হয়েছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অ-কৃষিখাতের বিকাশ, বিদেশে জনশক্তি রপ্তানী, ক্ষুদ্র ঋণের প্রসার এবং এনজিও কর্মকান্ডের বিস্তৃতির ফলে গ্রাম-বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে বিরাট পরিবর্তন আসে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, গ্রামীণ উন্নয়ন, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন, সরকারের ভোট রাজনীতি প্রভৃতি কারণে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি বেড়েছে। ফলে বৃদ্ধি পেয়েছে শহর ও গ্রামের মধ্যে যোগাযোগের মাত্রা। বাজার অর্থনীতির বিকাশ গ্রামীণ সমাজে ভূমি নির্ভর প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের মূলে আঘাত হেনেছে (কুদ্দুস ও খান, ১৯৯৯: ১৭)। শিক্ষা আর আধুনিক পেশার বিকাশে গ্রামে ভেঙ্গে পড়েছে সনাতনী ভূমি ও বংশ কেন্দ্রিক সামাজিক স্তর বিন্যাস। ফলে পরিবর্তিত হচ্ছে ক্ষমতা কাঠামো যার অনিবার্যতায় গ্রামীণ নেতৃত্ব পরিবর্তিত হয়েছে এবং হচ্ছে। একটি গবেষণায় গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্বে পরিবর্তনশীলতার কারণকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে-

> *"In the past it (leadership) was dominated by institutions of lineage, Samaj and Union Parishad, and was anti poor – in all aspects it was rooted to patron clientelism [...] leaders in recent times are younger in age, educated, members of non-influential gosthi, and they have good economic standing based on business and affiliated in the development programs and they maintained a good link with major political parties."* (Mozumdar et al., 2008: 435)

একাধিক কারণে গ্রামীণ নেতৃত্ব কাঠামোতে পরিবর্তন এসেছে। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হলো–

বাজার অর্থনীতির বিকাশ ও জাতীয় রাজনীতির প্রভাব

মার্কস-এঙ্গেলস কমিউনিস্ট ইশতেহার- এ বলেছেন, পুঁজিবাদ তার সম্প্রসারণ মূলক নীতির কারণে সারা বিশ্বে দৌড়ে বেড়াচ্ছে, বিশ্বের সব খানেই এর তাবু গড়া চায়; নিজের আদলে পুঁজিবাদ সারা বিশ্বকে দেখতে চায় (Marx & Engels, 1969: 69)। পুঁজিবাদের এই প্রসার সারা বিশ্বকেই অতি দ্রুত পাল্টে দিচ্ছে। এখন আর গ্রামীণ সমাজ কোন বিচ্ছিন্ন জনপদ নয়। ভোগ চাহিদা তৈরীর জন্য প্রসার ঘটেছে গণমাধ্যমের, যা আবার পাল্টে দিচ্ছে সনাতনী ধারণা। নতুনভাবে গঠন করছে ব্যক্তির মনস্তত্ব (Larner, 1978)। বাজার অর্থনীতির বিকাশের ফলে অকৃষি খাতের বিকাশ ঘটেছে। গ্রামীণ এলিটদের একটি বড় অংশ ব্যবসার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। বাজার অর্থনীতির কারণেই গ্রামীণ পর্যায়ে ঋণ দানের নিমিত্তে এনজিও আর ব্যাংকের সম্প্রসারণ ঘটেছে। যার ফলে কার্যত বিলুপ্তি হয়েছে মহাজনী সুদ প্রথা, আর সেই সূত্রে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপর তাদের অন্যায় প্রভাব ও খবরদারিত্ব (খান, ২০০৩)। হাজীপুরে কোন মহাজন-নেতার দেখা পাওয়া যায়নি। অথচ এক সময় মহাজনরা ছিল গ্রামীণ

ক্ষমতা কাঠামোর অন্যতম চরিত্র। গ্রামে ঋণের চাহিদা মেটাচ্ছে মূলত এনজিওগুলো। বাজার অর্থনীতির বিকাশের ফলে হাজীপুরে ব্যবসাকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর নবীন নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে।

স্বাধীনতার পর গ্রামীণ সমাজে জাতীয় রাজনীতির ব্যাপক প্রসার ঘটে। আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাতীয় পার্টি, জামায়াতে ইসলামী সহ প্রভৃতি রাজনৈতিক দল গ্রামীণ পর্যায়েও বেশ সক্রিয়। দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা ও ভোট রাজনীতির জন্য এই সমস্ত দলের বিস্তৃতি ঘটেছে। আর এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় রাজনীতিকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর তরুণ-শিক্ষিত-ব্যবসায়ী নেতৃত্ব গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে এক গবেষণায় বলা হয়েছে-

> *" In local area two things, i.e., local power structure and party politics are very important in terms of power exercise. Both are closely linked and also have a reciprocal relationship. Local power structure means a process whereby the leaders, who have land, money, and well off conditions, make a platform for their privilege in rural area. They, however, exploit the rural poor and working class as well. On the other hand, they represent themselves as leader of social organizations."* (Wohab and Akhter, 2004: 24)

হাজীপুর গ্রামের প্রভাবশালী নেতারা জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। সরকার, গ্রামীণ সমাজের উন্নয়ন, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, নিজ দলের জন্য সমর্থক গোষ্ঠী সৃষ্টি প্রভৃতি কারণে বিভিন্ন নীতি ঘোষণা করে। রাষ্ট্রীয় সম্পদ আর বাজেট বরাদ্দ দেয়, যা নতুন ধরনের নেতৃত্ব সৃষ্টি করে। আর্থিক সুবিধা যুক্ত থাকায় প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান প্রবর্তিত গ্রাম সরকার, যুব কমপ্লেক্স, খাল খনন কর্মসূচী প্রভৃতি ১৯৮০ এর দশকে যুবকদের মধ্যে নেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা রেখেছে (খুদা ও নেসা, ১৯৮২; খান, ২০১৩)। শেখ হাসিনা সরকার প্রবর্তিত ইউনিয়ন পরিষদে নারী সদস্যদের সরাসরি নির্বাচন পদ্ধতি গ্রামীণ জনপদে নারী নেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা রাখছে (হক ও মহিউদ্দিন, ২০০২)। কেননা নেতৃত্বকে ঘিরে নারীদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা গড়ে উঠছে। গ্রামীণ নারী নেতৃত্ব এখন আর ক্ষমতাশালী পুরুষদের অনুকম্পা বা আত্মীয়তার বিষয় নয়; তা নারীর যোগ্যতা, গ্রহণযোগ্যতা, দক্ষতা আর জনপ্রিয়তার বিষয়।

এনজিও কর্মকাণ্ড ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রসার

অনেক সমালোচনা সত্ত্বেও স্বীকার করতে হবে গ্রামীণ সমাজে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশকে এনজিওগুলো 'টার্গেট গ্রুপ'- আকারে সংগঠিত করেছে। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি করছে, যা তৃণমূল পর্যায়ে নেতৃত্বকে বিকশিত করছে। এনজিওর ঋণদান কর্মসূচী একদিকে দরিদ্রকে 'দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র' হতে বের হয়ে আসার ব্যাপারে সহায়তা করছে, অন্যদিকে তা মহাজনী সুদ প্রথাকে উচ্ছেদ করেছে (Rashid, 2008; Yunus, 1998)। গবেষণা এলাকায় আমি এমন দুজন আনুষ্ঠানিক (formal) নেতার সন্ধান পেয়েছি যাদের উদ্ভব ঘটেছে এনজিও কর্মকাণ্ডের সরাসরি প্রভাবে। এছাড়াও আরো পাঁচজন ব্যবসায়ী ও সমবায়ী নেতা রয়েছেন যারা বিভিন্নভাবে এনজিও কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত (সারণি-১)।

বর্তমান যুগে সরকারের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে ক্ষমতা। সরকারী দলের প্রবল উপস্থিতির কারণে গ্রাম-বাংলায় নতুন ধরনের নির্ভরতা চক্র গড়ে উঠেছে। আগে গ্রামের মানুষ নিজের বংশ বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানগুলির মুখাপেক্ষী হতো। নতুন ব্যবস্থায় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী ও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী (social safety net programmes) ক্ষমতার বলয় তৈরী করেছে। দরিদ্র গ্রামবাসী এসব কর্মকাণ্ড বা সহায়তা প্রকল্পে আর্থিক সুবিধা পেতে অংশ নিতে চায়। কিন্তু এসব কর্মসূচিতে বরাদ্দ অর্থের পরিমাণ এমন পর্যায়ের নয় যে, সকলকে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেয়া যাবে। অনুকম্পাপ্রাপ্ত অল্প কয়েকজন মাত্র সেই সুবিধা পায়, যা আবার বরাদ্দ দেন কতিপয় নেতা।[৭] এসব বরাদ্দে যারা সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে গ্রামীণ সমাজে তারাই ক্ষমতাবান; তারাই

৭. বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ভিজিএফ কার্ডের ২১ ভাগ সুবিধাভোগী অনিয়ম ও রাজনৈতিক কারণে অন্তর্ভুক্ত হয়। সাধারণত গ্রাম্য নেতারা রাজনৈতিক সমর্থন ও দুর্নীতির কারণে এদের নাম অন্তর্ভুক্ত করে। এ বিষয়ে দেখুন, World Bank (2008) এবং Khan (2013: 129).

নেতা। হাজীপুর গ্রামে প্রশাসনের সঙ্গে যোগযোগ রয়েছে এমন ব্যক্তি নেতা হিসাবে স্বীকৃত। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এরা শিক্ষিত, তরুণ, ব্যবসায়ী (সারণি-২)। হতাশাজনক হলেও সত্য এদের একটি বড় অংশ সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যুক্ত বলে গ্রামবাসীর অভিযোগ রয়েছে।

শিক্ষার প্রসার ও নগরায়নের প্রভাব

গ্রাম বাংলায় শিক্ষার প্রসারের ফলে সচেতনতা ও অধিকার বোধের সৃষ্টি হয়েছে। ১৯৮০ এর দশকে শিক্ষার হার ছিলো ২৫ শতাংশ, যা ২০১২ সালে ৬৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (Khan, 2010)। শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে মূলত গ্রামীণ জনপদে অবৈতনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে। শিক্ষিত ব্যক্তি বিভিন্ন চাকরির সাথে যুক্ত। প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগে শিক্ষিত যুবকরাই বেশী পারদর্শী। শিক্ষিত যুবকদের পক্ষে নেতা হওয়া সহজ, কারণ সবাই তাকে মান্য করে। উপরন্তু শিক্ষা পরনির্ভরতা কমায় যা নেতৃত্বকে বিকশিত করে। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক অবস্থায় সাধারণ মানুষ এখন আর অল্প-শিক্ষিত কোন ব্যক্তিকে নেতা ভাবতে পারে না। তাই স্বল্প-শিক্ষিত বা নিরক্ষর ব্যক্তির পক্ষে নেতা হয়ে ওঠা বেশ কঠিন। কেবল শিক্ষা নয়, গ্রামীণ নেতৃত্বের পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে নগরায়নও। কেননা নগরায়ন হলো আধুনিকতার প্রাথমিক শর্ত। হেলাল উদ্দিন খান আরেফিন গ্রামীণ সমাজ ও কৃষি কাঠামোর পরিবর্তনে নগরায়নকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন (Areffen, 1986: 11-17)। নগরের প্রভাবে গ্রামাঞ্চলে আধুনিকতার প্রসার ঘটেছে। ফলে গ্রামীণ সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে; সনাতনী ক্ষমতা কাঠামোর রূপান্তর ঘটছে। ক্ষমতা কাঠামোর এই রূপান্তরই পাল্টে দিয়েছে গ্রামীণ নেতৃত্বের সনাতনী ধরন।

কৃষিঋণ ও কৃষি উপকরণ বিতরণ

কৃষিঋণ নিয়ে একটি গবেষণায় দেখা গেছে, আজকাল গ্রামবাংলায় 'রিকভারী টাউট' বলে নতুন ধরনের মধ্যস্তুতাকারীর উদ্ভব ঘটেছে (রহমান, ১৯৮৮)। এদের সঙ্গে ব্যাংক ম্যানেজারের সম্পর্ক খুবই গভীর। হাজীপুর গ্রামে এই ধরনের একাধিক মধ্যস্থতাকারী আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক নেতা রয়েছে। কৃষকরা এই সব 'টাউট' বা মধ্যস্তুতাকারীর মাধ্যমে ঋণ উঠায়। ফলে এদের উপর তৈরী হয় কৃষকদের এক ধরনের নির্ভরতা। যা ঐ মধ্যস্থতাকারীদের নেতৃত্ব বিকাশে সহায়তা করে। এটি অনেকটা মহাজনী নেতৃত্বের প্রতিস্থাপিত রূপ, যাদের পুঁজি অর্থ নয়; ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ সক্ষমতা ও অসৎ বোঝাপড়া।

গ্রামীণ সমাজে বরাবরই কৃষি উপকরণের (বীজ, সার, কিটনাশক স্প্রে) অভাব রয়েছে। এগুলো প্রাপ্তির জন্য সরকারী কর্মকর্তাদের সাথে সু-সম্পর্ক থাকতে হয়। অনেকক্ষেত্রে, ডিলারসীপের মাধ্যমে এইসব কৃষি উপকরণ বণ্টন করা হয়। যে ব্যক্তি এই ডিলারসীপ লাভ করে সঙ্গত কারণেই সে গ্রামে ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে। এই ক্ষমতা তাকে নেতার মর্যাদা দান করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়, সমবায় নেতারা গ্রামবাসীদের উচ্চ ফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার, সেচ যন্ত্রপাতি ও সরকারী ঋণ প্রাপ্তিতে সাহায্য করে। আর এসবের মধ্য দিয়ে তারা কৃষকদের উপর প্রচুর ক্ষমতা অনুশীলন করতে পারে। হাজীপুর গ্রামে দুটি সমবায় সমিতি রয়েছে। এই সমবায় নতুন ধরনের নেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা রাখছে।

পেশাগত বিভিন্নতা ও প্রশাসনিক যোগাযোগ

গ্রামের এলিট ও ক্ষমতাবানেরা এখন বিভিন্ন পেশার সাথে যুক্ত। যার ফলে সনাতনী ভূমি কেন্দ্রিক নেতৃত্বের হ্রাস ঘটছে। হাজীপুর গ্রামের মানুষ কৃষি, চাকুরী, ব্যবসা, ঠিকাদারী প্রভৃতি পেশার সাথে যুক্ত। পেশাগত বিভিন্নতা গ্রামীণ নব্য শ্রেণীর নেতৃত্ব বিকাশে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে (রিতা, ১৯৮৬)। গ্রামীণ ক্ষমতার একটি অন্যতম উৎস হচ্ছে সরকার প্রবর্তিত কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ। তারাই সরকার প্রবর্তিত কর্মসূচি ও প্রকল্পগুলির নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যাদের সঙ্গে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সু-সম্পর্ক রয়েছে। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, ব্যাংক ম্যানজার, থানার ওসি, বিভিন্ন প্রজেক্ট অফিসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই সমস্ত ব্যক্তির সঙ্গে যাদের সম্পর্ক ও যোগাযোগ রয়েছে তারাই প্রভাবশালী নেতা বলে স্বীকৃত। গ্রামের সাধারণ মানুষ প্রশাসনিক প্রয়োজনে প্রথমত এই সমস্ত নেতার কাছেই আসে। হাজীপুর গ্রামেও প্রশাসনিক যোগাযোগ কেন্দ্রিক

নেতৃত্ব বিদ্যমান। অধিকাংশ নেতাই প্রশাসনিক যোগাযোগে সিদ্ধহস্ত, তবে এ ব্যাপারে তরুণ ও রাজনৈতিক নেতা বেশি পারদর্শী। বিশেষ করে গ্রামের আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নেতারা এ বিষয়ে বেশ দক্ষ ও ক্ষমতাশালী। বিশেষ করে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের প্রভাব এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক।

'পোষক-আশ্রিত' সম্পর্কের প্রভাব হ্রাস

সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা 'পোষক-আশ্রিত' সম্পর্ক গ্রামীণ সমাজে তার প্রভাব অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে মহাজনী সুদ প্রথার বিলুপ্তি ও অকৃষি খাতের বিকাশের ফলে। ভূমিহীন ও বর্গাচাষী কৃষক এখন আগের মতো ভূ-স্বামীর (জমির মালিক) উপর নির্ভরশীল নয়; তাদের জীবন-জীবিকা এখন আর নিয়ন্ত্রিত নয় মহাজন বা ভূ-স্বামী দ্বারা। ১৯৪৮ সালে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির ফলে প্রথম কার্যকর আঘাত আসে গ্রামীণ ভূমি কেন্দ্রিক ক্ষমতা বলয়ের। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর গ্রামীণ সমাজের দ্রুত উন্নয়ন, জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং অকৃষি খাত ও এনজিওর বিকাশের ফলে মহাজন ও ভূ-স্বামীরা তাদের ক্ষমতা অনেকটাই হারিয়ে ফেলেন। মহাজনী সুদপ্রথা কার্যত বিলুপ্ত হয়েছে এনজিওর ঋণদানের কল্যানে। একটি কৃষি গবেষণা হতে দেখা যায়, গ্রামীণ সমাজে ৮০ শতাংশ ঋণ এনজিও সরবরাহ করে (Alauddin & Biswas, 2014)। বাকী ২০ শতাংশ ঋণ কৃষকরা সরকারী ব্যাংক ও আত্মীয়-স্বজনের মাধ্যমে সংগ্রহ করে। হাজিপুরে কোন নেতা পাওয়া যায়নি যিনি স্বীকার করেছেন যে, তিনি অনানুষ্ঠানিকভাবে গ্রামবাসীদের ঋণ দেন। এমনকি কেউ কারো বিরুদ্ধে অভিযোগও করেননি এ প্রসঙ্গে।

কৃষি জমির খণ্ডিতকরণ প্রক্রিয়ায় গ্রামীণ সমাজে ৫০ বিঘা জমির মালিক পাওয়া এখন বেশ কঠিন। হাজিপুরে কোন নেতা পাওয়া যায়নি যিনি স্বীকার করেছেন তার ৫০ বিঘা জমি রয়েছে; ২০ বিঘা জমি রয়েছে এমন নেতার সংখ্যা মাত্র ৪ জন বা ১৩.৩৫ শতাংশ (সারণি-১)। একজন প্রবীণ নেতা (ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন- "আমার দাদার ১০০ বিঘার উপর জমি ছিল। তার ছিল ৬ ছেলে, জমি ছয় ভাগ হয়েছে। আমার তিন ভাই রয়েছে। আমার বাবা কিছু জমি কিনলেও পৈত্রিক সূত্রে আমি ১০ বিঘা জমিও পায়নি। আমার সর্বমোট জমি ৩০ বিঘার উপর নয়। জমি এখন তেমন কেউ কেনে না অতিরিক্ত দামের কারণে। উপরন্তু জমি থেকে লাভও তেমন আসেনা। অনেক সময় জমি আবাদ করার লোক পাওয়া যায়না। প্রতিবছর আমার ৩-৪ বিঘা জমি চাষহীন থাকে বর্গাচাষী না পাওয়ায়।" কাজেই জমি দ্বারা বর্গাচাষি নিয়ন্ত্রণের সনাতনী প্রক্রিয়া এখন গ্রামে একেবারেই কার্যকর নয়।

যদিও এমনটা ধারণা করা হয়, গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোতে এখনও 'পোষক-আশ্রিত' সম্পর্ক অত্যন্ত প্রভাবশালী, কিন্তু এই গবেষণা ভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করছে। পর্যবেক্ষণে মনে হয়েছে কৃষি সম্পর্কের পরিবর্তন এবং গ্রামে অসংখ্য কর্ম বা আয়-বর্ধক কাজের সুযোগ 'পোষক-আশ্রিত' সম্পর্ক এবং এর প্রভাবকে সীমিত করে ফেলেছে। সরকারের বিভিন্ন ধরনের ভাতা, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী এবং বিদেশে শ্রমিক হিসেবে গমনের সুযোগও 'পোষক-আশ্রিত' সম্পর্কের দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান প্রভাব হ্রাস করেছে। তবে, রাজনৈতিক নেতৃত্বকে কেন্দ্র করে নতুন এক ধরনের 'পোষক-আশ্রিত' সম্পর্ক গড়ে উঠেছে গ্রামীণ সমাজে, যেখানে 'পোষক' গ্রামের অধিবাসী নন বরং জাতীয় রাজনীতির প্রভাবশালী নেতা যিনি/যারা রাজধানী বা জেলা সদর থেকে 'আশ্রিত'-দের নিয়ন্ত্রণ করে।

উপসংহার

গ্রাম-বাংলা পরিবর্তনে এক যুগসন্ধিক্ষণের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। বাজার অর্থনীতির বিকাশ, শিক্ষা ও অ-কৃষিখাতের প্রসার, জাতীয় রাজনীতি, এনজিও কর্মকান্ড গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতা কাঠামো ও সামাজিক স্তর বিন্যাসে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে (সেন, ১৯৮৫)। আর এ প্রেক্ষাপটেই গ্রামীণ সমাজে সনাতনী নেতাদের চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বিকশিত হয়েছে তরুণ্য নির্ভর, চটপটে, শিক্ষিত, জাতীয় রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নেতৃত্ব। মূলত পোষক-আশ্রিত সম্পর্কের ভাঙ্গনই গ্রামীণ সমাজে নতুন ধরনের নেতৃত্ব বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। পরিবর্তিত বাস্তবতা আর ক্ষমতা কাঠামোর পুন:বিন্যাস নতুন ধরনের নেতৃত্ব বিকাশে ভূমিকা রাখছে। পুঁজির প্রবাহ

এবং রাষ্ট্রের প্রবল উপস্থিতি এই পরিবর্তনে প্রধান প্রভাবক। গ্রামীণ নেতাদের বয়স, শিক্ষা, পেশা, উত্তরাধিকার সূত্রে পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে গ্রামের নেতাদের মধ্যে তরুণ এবং অধিক শিক্ষিতদের প্রাধান্য রয়েছে। গ্রামীণ সমাজে পুরুষ আধিপত্য সত্ত্বেও নারী নেতৃত্ব নিজ যোগ্যতায় বিকশিত হচ্ছে। গ্রামীণ নেতারা ঘনিষ্ঠভাবে জাতীয় রাজনীতির সাথে যুক্ত। দলীয় পরিচিতি ছাড়া এখন গ্রামে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসাবে স্বীকৃতি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তাদের সঙ্গে প্রশাসন ও এনজিওর সম্পর্ক রয়েছে, যা তাদের দ্রুত সমর্থক গোষ্ঠী তৈরীতে সাহায্য করে। কেবল দলীয় বা উপদলীয় ঘনিষ্ঠতা নয়; নেতারা সেসব বিষয়কে কেন্দ্র করে কোন্দলেও লিপ্ত। এ কারণে জাতীয় রাজনীতির মতো গ্রামীণ জনপ্রিয় নেতৃত্বও সন্ত্রাসের অভিযোগ থেকে মুক্ত নয়। নেতাদের ক্ষমতা চর্চায় অর্থের ব্যাপক ভূমিকা থাকায় গ্রামীণ নেতৃত্ব এখন কম-বেশী উন্নয়ন কর্মকান্ড, ঠিকাদারী, দুর্নীতির সাথে যুক্ত।

তথ্যপঞ্জী

করিম, এ এইচ এম জেহাদুল। (১৯৯১)। বাংলাদেশের গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো ও নেতৃত্বের ধরন। *সমাজ নিরীক্ষণ*, ৩৯, ৪৫-৬২।

কুদ্দুস, এস এম এবং খান, আহম্মেদ নিয়াজ। (১৯৯৯)। বাংলাদেশের গ্রামীণ নেতৃত্বের কাঠামোতে পোষক-আশ্রিত সম্পর্কের স্বরূপ একটি পর্যালোচনা। *জার্নাল অব লোকাল গভর্নমেন্ট*, ৯, ৫৫-৬৮।

খান, তারিক হোসেন। (২০১৩)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস*। ঢাকা: বুকস ফেয়ার।

খান, মনিরুল ইসলাম। (১৯৮৬)। বাংলাদেশের কৃষি কাঠামোর পরিবর্তন ও ধর্মতন্ত্র প্রসঙ্গঃ একটি মার্কসবাদী পর্যালোচনা। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ১৪, ১৯২-২১৩।

খান, মনিরুল ইসলাম। (২০০৩)। *বাংলাদেশের কৃষক সমাজ*। ঢাকা: দিব্য প্রকাশনী।

খুদা, বরকত এবং নেসা, আশরাফ উন। (১৯৮২)। গ্রাম সরকার: নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। *সমাজ নিরীক্ষণ*, ৫, ২৩-৩৩।

মার্কস, কার্ল ও এঙ্গেলস, ফ্রেডরিক। (১৯৮৭)। *কমিউনিস্ট ইশতেহার*। কলকতা: প্রগতি প্রকাশনী।

মান্নান, মো: আবদুল (২০০৩)। *গ্রামীণ সমাজ ও রাজনীতি*। ঢাকা: অবসর প্রকাশনী।

রহমান,আতিউর। (১৯৮৮)। গ্রামবাংলার টাউট ও ক্ষমতা কাঠামো ঃ সুবিধা লেনদেন বিষয়ে একটি মতামত জরিপের ফলাফল। *সমাজ নিরীক্ষণ*, ২৮, ৭৫-১০২।

রহমান, আতিউর। (১৯৮৯)। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর রূপান্তর ও মাতবরদের অবস্থান। *সমাজ নিরীক্ষণ*, ৩২, ৬১-৮৪।

রিতা, পারভীন। (১৯৮৬)। বাংলাদেশের গ্রামীণ রাজনৈতিক এলিট। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*, ৪, ১২৪-১৩৯।

হক, মোজাম্মেল ও মহিউদ্দিন, কে এম। (২০০২)। *ইউনিয়ন পরিষদে নারী বাংলাদেশ নারী*। ঢাকা: প্রগতি সংঘ।

সেন, রঙ্গলাল। (১৯৮৫)। *বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

Alauddin, M., & Biswas, J. (2014). Agricultural credit in Bangladesh: Trends, patterns, problems and growth impacts. *Jahangirnagar Economic Review*, 25, 125-38.

Areffen, H. K. (1986). *Changing agrarian structure in Bangladesh*. Dhaka: Centre for Social Studies (CSS).

Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) (2011). *Population & housing census: Preliminary results*. Dhaka: Ministry of Planning, Government of Bangladesh.

Barman, D. C. (1988). *Emerging leadership patterns in rural Bangladesh: A study*. Dhaka: CSS.

Barnard, C. I. (1948). *Organization and management: Selected papers*. Cambridge: Harvard University Press.

Bartocci, P. J. (1979). Structural fragmentation and peasant classes in Bangladesh. *Journal of Social Studies*, 5, 43-70.

Bendix, R. (1977). *Max Weber: An intellectual portrait*. California: University of California Press.

Bhuiya, A. (1990). Rural leadership in transition: A sociological study of power structure in a rural community of Bangladesh. *Social Science Review*, 11, 71-86.

Burns, J. (1978). *Leadership*. New York: Harper and Row.

Ciulla, J. B. (1998). *Ethics: Heart of leadership*. Westport, CT: Quorum.

Islam, A. K. M. (1987). *Bangladesh village: Conflict and cohesion*. Cambridge: Sehenknan Pablicity Company.

Jahangir, B.K. (1982). *Rural society, power structure and class practice*. Dhaka: Centre for Social Studies.

Karim, A.H.M. (1990). *Pattern of rural leadership in an agrarian society*. New Delhi: Northern Book Centre.

Khan, S. A. (1989). *State and village society: Political economy of agricultural development in Bangladesh*. Dhaka: University Press Ltd.

Khan, A. A. (1996). D*iscovery of Bangladesh: Exploration into dynamics of a hidden nation*. Dhaka: University Press Limited.

_____ (2010). *Friendly fires, humpty dumpty disorder and other essays*. Dhaka: University Press Ltd.

Khan, T. H. (2013). Political economy of social safety nets in Bangladesh. *Asian Studies*, 32, 119-134.

Larner, D. (1978). *Passing of traditional society*. New York: Free Press.

Lewis, D. (1991). *Technologies and transactions: A study of the interaction between new technology and agrarian structure in Bangladesh*. Dhaka: Centre for Social Studies.

Mahmud, W., Ahmed. S., & Mahajan, S. (2008). *Political economy aspects of Bangladesh's development surprise*. Washington: World Bank.

Maniruzzaman, T. (1975). *Radical politics and the emergence of Bangladesh*. Dhaka: Bangladesh Book International Ltd.

Marx, K., & Engels, F. (1969). *Selected works*, Vol. 1. Moscow: Progress Publishers.

_____ (1987). *On colonialism*. Moscow: Progress Publishers.

Michels, R. (1962). *Political parties. A sociological study of the oligarchical tendencies of modern democracies*. New York: Collier Books.

Mozumdar, L., Ali, R.N., Farid, K.S., & Kabir, M.S. (2008). Changing leadership and rural power structure. *Journal of Bangladesh Agricultural University*, 6 (2), 429–436.

Nadel, S.F. (1977). *Theory of social structure*. London: Cohen and West Ltd.

Pareto, V. (1965). *Mind and society: A treatise on general sociology*. New York: Dover.

Rahman, A. (1981). *Rural power structure: A study of the local level leaders in Bangladesh*. Dhaka: Bangladesh Books International.

Rashid, S. (2008). Bangladesh poverty: The need for a big Push. In Andaleeb, S.S. (Ed.), *Bangladesh economy: Diagnoses and prescription* (pp.1-34). Dhaka: University Press Ltd.

Sheffer, G. (1993). *Innovative leaders in international politics*. Albany: State University of New York Press.

Westergaard, K., & Hossain, A. (1997). *Local governance in Boringram*. Bangalore: Institute of social and Economic Change.

_____ (2005). *Boringram revisited: Persistent power structure and agricultural growth in a Bangladesh village*. Dhaka: University Press.

Wittfogel, K. (1957). *Oriental despotism*. New Haven: Yale University Press.

Wohab, M. A., & Akhter, S. (2004). Local level politics in Bangladesh: Organization and process. *BRAC University Journal*, 1, 23-32.

World Bank. (2008). *Bangladesh poverty assessment: Creating opportunities and bridging the East West divide*. Dhaka: The World Bank.

Yunus, M. (1998). *Banker to the poor: Autobiography of Professor Muhammad Yunus*. Dhaka: University Press Ltd.

Zafar, Z., & Ali, S. (2017). An analytical study of conflict and democracy in Bangladesh. *Journal of Indian Studies*, 3 (2), 71 – 88.